দানিয়েলের বই - নম্বর একশ বারো

ইশ্মায়েলের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকবাদের উন্মোচন: ধনুর্ধর থেকে ১,৪৪,০০০ জনকে মোহরদানকারী পর্যন্ত

Jeff Pippenger

2024-03-02

> আর ঈশ্বর বালকের সঙ্গে ছিলেন; এবং সে বড় হলো, এবং মরুভূমিতে বাস করল, এবং একজন ধনুর্বিদ হয়ে উঠল। উৎপত্তি ২১:২০।

ইসমাইল একজন তীরন্দাজ হয়ে উঠেছিল, যা যুদ্ধের প্রতীক, এবং রোমের বিরুদ্ধে আনা নির্বাহমূলক বিচারেরও প্রতীক।

> বাবিলের দেশ থেকে যারা পালিয়ে রক্ষা পায়, তাদের কণ্ঠস্বর—সিয়োনে ঘোষণা করার জন্য: আমাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতিশোধ, তাঁর মন্দিরের প্রতিশোধ। বাবিলের বিরুদ্ধে ধনুর্ধরদের একত্র কর; তোমরা সকলেই যারা ধনু টানো, তাকে চারদিক থেকে ঘিরে শিবির স্থাপন কর; তার মধ্য থেকে কেউ যেন পলায়ন করতে না পারে; তার কাজ অনুসারে তাকে প্রতিদান দাও; সে যা কিছু করেছে, সেই অনুসারে তার প্রতি কর; কারণ সে প্রভুর বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলের পবিত্রজনের বিরুদ্ধে অহংকার করেছে। যিরমিয় ৫০:২৮, ২৯।

তীরন্দাজরা বাবিলনকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়, এবং সেই প্রতিদান শুরু হয় শীঘ্র-আসন্ন রবিবারের আইনের সময়, প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরের সাথে, যখন বাবিলনের ক্রমবর্ধমান কার্যনির্বাহী বিচার আরম্ভ হয়।

> আমি স্বর্গ থেকে আরেকটি স্বর শুনলাম, যা বলল, হে আমার প্রজা, তোমরা তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসো, যাতে তোমরা তার পাপগুলিতে অংশীদার না হও এবং তার বিপদসমূহের কোনোটি না পাও। কারণ তার পাপ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে, এবং ঈশ্বর তার অন্যায়গুলি স্মরণ করেছেন। সে যেমন তোমাদের প্রতিদান দিয়েছে, তেমনই তোমরা তাকে প্রতিদান দাও; তার কাজ অনুযায়ী তাকে দ্বিগুণ দ্বিগুণ দাও। যে পেয়ালা সে ভরেছে, সেই পেয়ালাতেই তাকে দ্বিগুণ ঢেলে দাও। সে যতটা নিজেকে মহিমান্বিত করেছে এবং বিলাসিতায় জীবন যাপন করেছে, ততটাই তাকে যন্ত্রণা ও শোক দাও; কারণ সে মনে বলে, আমি রাণীর আসনে বসে আছি, আমি বিধবা নই, এবং শোক আমি দেখব না। প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪–৭।

ইশ্মায়েল ও তার মা হাগারকে জ্যেষ্ঠাধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, এবং তাদের বিতাড়িত করা হয়েছিল। ফলে, ঈর্ষা ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রেরণা হয়ে উঠল, আর যুদ্ধ তাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পেশা। প্রথম উল্লেখে সারাহ ইশ্মায়েল ও তার মায়ের ওপর যে ‘বাধা’ আরোপ করেছিলেন, তা অন্তর্ভুক্ত আছে; এবং তাদের এই ‘বাধা’ ঈশ্বরের বাক্য ও ইতিহাস জুড়ে ইসলামের একটি প্রধান ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ইশ্মায়েলের বংশধরেরা বুনো মানুষ হবে, যাদের হাত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে; এবং তাদের সেই বুনো বৈশিষ্ট্যটি অশ্ব পরিবারের আরবীয় বন্য গাধা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। অতএব, প্রথম ও দ্বিতীয় ‘বিপদ’-এর ইসলামী যুদ্ধকে ক্রুদ্ধ ঘোড়ায় আরোহী যোদ্ধাদের মাধ্যমে প্রতীকায়িত করা হয়েছে।

ইসলাম হলো শেষ বৃষ্টির বার্তা, এবং এটি যথার্থই যে তিনটি হায় তিনটি নির্দিষ্ট ভাববাদী রেখাকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ শেষ বৃষ্টির পদ্ধতিই হলো "রেখার পরে রেখা"। যখন প্রথম দুটি রেখার ভাববাদী বৈশিষ্ট্য একত্র করা হয়, তখন তারা তৃতীয় হায়ের রেখাকে প্রতিষ্ঠা করে। এই তিনটি ভাববাদী রেখা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সীলমোহর দেওয়ার সময়কালকে চিত্রিত করে। এই তিনটি রেখা শেষ বৃষ্টির বর্ষণের সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ যখন তৃতীয় হায় ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ এসে উপস্থিত হলো, তখন শেষ বৃষ্টি ছিটিয়ে পড়া শুরু করল।

> “অন্তিম বৃষ্টি ঈশ্বরের লোকদের ওপর বর্ষিত হবে। এক পরাক্রমশালী স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হবেন, এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় আলোকিত হবে।” Review and Herald, April 21, 1891.

মোহরকরণের সময়কালটি এছাড়াও সেই সময়কাল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল যা ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ শুরু হয়ে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল। সেই সময়কালটি হাবাক্কূক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। মিলারাইটদের ইতিহাস হাবাক্কূক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়কে পূরণ করেছিল, এবং সেইভাবে এটি শুরু হয়েছিল ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ যখন স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং এটি সমাপ্ত হয়েছিল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ যখন তৃতীয় স্বর্গদূত আগমন করেছিলেন।

হাবাক্কূক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে দর্শনের শেষে সেই দর্শন ‘কথা বলবে’। প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ের তৃতীয় পদে, স্বর্গদূত উচ্চ স্বরে চিৎকার করে (বলে), এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ সেই একই স্বর্গদূত শপথ করে (বলে) যে “আর সময় থাকবে না।” হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদের প্রহরী ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টে স্থাপিত, কারণ তখনই প্রহরীরা তাদের কণ্ঠ উঁচু করে।

১৮৮৮ সালের বিদ্রোহে, যেটিকে সিস্টার হোয়াইট প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের সেই স্বর্গদূতের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন, যিনি তাঁর মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করার কথা ছিল, প্রহরীরা (জোন্স ও ওয়াগনার) তাদের "কণ্ঠ" শিঙার ন্যায় উচ্চে তুললেন, ঈশ্বরের লোকদের তাদের অপরাধ দেখানোর জন্য, কারণ তাদের বার্তাটি ছিল লাওদিকিয়ার প্রতিবার্তা। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, যা ১৮৮৮ সালের ইতিহাস দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল, প্রভু তাঁর অন্তিম দিনের লোকদের যিরমিয়ার পুরাতন পথসমূহে ফিরিয়ে নিলেন, যেখানে প্রহরীদের কথা শোনা হয়নি। স্বর্গদূতের অবতরণ প্রহরীদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আগমনকে চিহ্নিত করে।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট যে "কণ্ঠস্বর" এসেছিল, তা প্রহরীদের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়েছিল; এবং যিরমিয়াকে বলা হয়েছিল যে, তাঁর হতাশার পর যদি তিনি তাঁর বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভরসায় ফিরে আসেন, তবে তিনি ঈশ্বরের মুখপাত্র হবেন। যে দর্শনটি বিলম্বিত ছিল, তা যখন অবশেষে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর এলো, তখন সেটি "কথা বলল"। হাবাক্কুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সময়কাল, যা মিলারাইট ইতিহাসে পূর্ণতা পেয়েছিল, তা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরদানের সময়কালকে চিত্রিত করে।

অত্যাবশ্যক যে ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত সময়কালটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরবদ্ধকরণকে চিত্রিত করে; এটিই সেই সময় যখন শেষ বৃষ্টি বর্ষিত হয়। শেষ বৃষ্টির বার্তাকে "লাইন উপর লাইন" পদ্ধতির মাধ্যমে সনাক্ত করা অপরিহার্য। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরবদ্ধকরণ যে বিশেষ সময়কাল, তা

ভবিষ্যদ্বাণীর ধারায় বারবার উপস্থাপিত হয়েছে, এবং এটি হাবাক্কূক দুইয়েও দেখা যায়; সিস্টার হোয়াইট সরাসরি এটিকে মিলারাইট ইতিহাসে পূরণ হয়েছে বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও বারবার শিক্ষা দেন যে মিলারাইট ইতিহাস এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি হয়।

> যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে তারা দ্বিতীয় আগমনের সময়ের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করেছিল, সেগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এমন শিক্ষা, যা তাদের অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার অবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে মানানসই ছিল এবং তাদেরকে এই বিশ্বাসে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে উৎসাহিত করত যে, যা এখন তাদের বোঝার কাছে অস্পষ্ট, তা যথাসময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
>
> এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে ছিল হাবাক্কূক ২:১-৪: 'আমি আমার প্রহরাস্থলে দাঁড়াবো, প্রাচীরের উপর অবস্থান নেবো, এবং লক্ষ করবো তিনি আমাকে কী বলেন, এবং যখন আমাকে তিরস্কার করা হবে তখন আমি কী উত্তর দেবে। আর প্রভু আমাকে উত্তর দিলেন, বললেন, দর্শনটি লিখি, এবং ফলকদের উপর স্পষ্ট করে লিখি, যাতে যে পড়ে সে দৌড়াতে পারে। কারণ দর্শনটির জন্য এখনো একটি নির্দিষ্ট সময় আছে; কিন্তু শেষে তা কথা বলবে, এবং মিথ্যা বলবে না; যদিও তা বিলম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, দেরি করবে না। দেখ, যার প্রাণ গর্বে ফুলে উঠেছে, তার মধ্যে সততা নেই; কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি তার বিশ্বাসে জীবিত থাকবে।'
>
> ১৮৪২ সালেই, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দেওয়া 'দর্শনটি লিখি, এবং তা ফলকসমূহে স্পষ্ট করে লিখে দাও, যাতে যে পড়ে সে দৌড়াতে পারে'—এই নির্দেশে চার্লস ফিচকে দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্যের দর্শনসমূহ চিত্রিত করার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চার্ট প্রস্তুত করতে প্রেরণা দিয়েছিল। এই চার্টটির প্রকাশকে হবক্কূকের দেওয়া আদেশের পরিপূর্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। তবে তখন কেউ খেয়াল করেনি যে একই ভবিষ্যদ্বাণীতেই দর্শনের পরিপূর্তিতে একপ্রকার বিলম্ব—অপেক্ষাকাল—উল্লেখ করা হয়েছে। হতাশার পর, এই শাস্ত্রবাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলো: 'দর্শনটি এখনো নির্ধারিত সময়ের জন্য; কিন্তু শেষে তা কথা বলবে এবং মিথ্যা বলবে না; যদিও তা বিলম্ব করে, তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, বিলম্ব করবে না... ধার্মিক ব্যক্তি তার বিশ্বাসে বাঁচবে।'
>
> ইযিকিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশও বিশ্বাসীদের জন্য শক্তি ও সান্ত্বনার উৎস ছিল: 'প্রভুর বাক্য আমার কাছে এলো, তিনি বললেন, মানবপুত্র, ইস্রায়েলের দেশে তোমাদের যে প্রবাদটি আছে— "দিনগুলি দীর্ঘায়িত হচ্ছে, এবং প্রত্যেক দর্শন ব্যর্থ হচ্ছে"— তা কী? অতএব তাদের বল, প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বলেন . . . দিনগুলি নিকটে, এবং প্রত্যেক দর্শনের ফল . . . আমি কথা বলব, এবং যে বাক্য আমি বলব তা ঘটবে; আর তা আর বিলম্বিত হবে না।' 'ইস্রায়েলের গৃহের লোকেরা বলে, তিনি যে দর্শন দেখেন তা বহুদিন পরের জন্য, এবং তিনি সুদূর ভবিষ্যতের সময়ের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। অতএব তাদের বল, প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বলেন: আমার কোনো বাক্য আর বিলম্বিত হবে না; বরং যে বাক্য আমি বলেছি, তা সম্পন্ন হবে।' ইযিকিয়েল ১২:২১-২৫, ২৭, ২৮। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৩৯১-৩৯৩।

মিলারাইটরা শুধু নিজেদেরকে দশ কুমারীর উপমা এবং হবক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায় পূরণ করতে দেখেননি, বরং তাদেরকে এও দেখানো হয়েছিল যে যে ইতিহাসে তারা এসব ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করছিলেন, সেটিই সেই একই ইতিহাস, যেটিকে ইজেকিয়েল চিহ্নিত করেছিলেন, যেখানে "প্রত্যেক দর্শনের পরিণতি" পূরণ হওয়ার কথা ছিল। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের

মোহরকরণকে যে ইতিহাসের ধারাটি উপস্থাপন করে, সেখানেই প্রত্যেক দর্শনের পরিণতি পূর্ণ হয়!

যে রেখাসমূহ অন্তিম বৃষ্টির সময়কাল এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণকে উপস্থাপন করে, সেগুলোকে একত্র করা হয়েছে এই মর্মে প্রতিষ্ঠা করতে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস সর্বদা আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে।

মিলারাইটদের ইতিহাস প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ের স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর দিয়ে শুরু হয়, এবং একই কণ্ঠস্বর দিয়ে শেষ হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের প্রকাশিত বাক্য আঠারোতম অধ্যায়ের প্রথম কণ্ঠস্বর দিয়ে শুরু হয়, এবং প্রকাশিত বাক্য আঠারোতম অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর দিয়ে শেষ হয়। হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রহরীদের কণ্ঠস্বর দিয়ে শুরু হয়, এবং যিরমিয়ের প্রহরীর কণ্ঠস্বর দিয়ে শেষ হয়। প্রথম হায় মুহাম্মদ দিয়ে শুরু হয়, এবং মহেমদে দ্বিতীয় দিয়ে শেষ হয়। দ্বিতীয় হায় ইসলামের চার স্বর্গদূতের মুক্তির মাধ্যমে শুরু হয় এবং ইসলামকে সংযত করার মাধ্যমে শেষ হয়।

যে পদ্ধতিটিকে অন্তিম বৃষ্টি বলা হয়, সেটিই ইশাইয়ার "পংক্তি পর পংক্তি" পদ্ধতি; এবং অন্তিম বৃষ্টির বার্তাকে সনাক্ত ও প্রতিষ্ঠা করতে যে পংক্তিগুলো একত্র করা হয়, সেগুলো অবধারিতভাবে আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে। প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের প্রথম "হায়" মুহাম্মদ দিয়ে শুরু হয়ে মুহাম্মদ দ্বিতীয় দিয়ে শেষ হয়। এই সময়কালটি দুই ধরনের যুদ্ধপদ্ধতিতে বিভক্ত: প্রথমটি রোমের বিরুদ্ধে অসংগঠিত আক্রমণ, যা আবুবাকরের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে শুরু হয়েছিল; তারপর একশ পঞ্চাশ বছরের একটি সময়, যখন ইসলামের প্রথম সংগঠিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

একশ পঞ্চাশ বছরকে ‘পাঁচ মাস’ নামের সময়-ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় হা-তেও একটি সময়-ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা তিনশ একানব্বই বছর ও পনের দিন। অতএব, যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় হা-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামো শুরুর সঙ্গে সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে, তাই এতে সীলকরণ ও একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে একটি বিভাজন রয়েছে। সীলকরণের প্রক্রিয়াটি প্রথম হা-এর ইতিহাসের শুরুতে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং এটি দ্বিতীয় হা-এর শেষে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম ‘হায়’-এ, চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত সীলবদ্ধকরণের পর যা আসে, তা হলো “পাঁচ মাস” (একশো পঞ্চাশ বছর)। “পাঁচ মাস”-এর উল্লেখে দুবার আছে—একবার পঞ্চম আয়াতে এবং আবার দশম আয়াতে। দ্বিতীয় ‘হায়’-এ ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-র সীলবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার আগে যে বিষয়টি আছে, তা হলো পনেরো নম্বর আয়াতের “ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছর”-এর ভবিষ্যদ্বাণী (তিনশো একানব্বই বছর এবং পনেরো দিন)। সব মিলিয়ে, একটানা ধারায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্য সীলবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ারই এক চিত্র দিয়ে শুরু হয় এবং শেষ হয়।

দুটি রেখা হিসেবে, "লাইন পর লাইন" প্রয়োগ করলে তারা এমন একটি শুরু ও একটি সমাপ্তি শনাক্ত করে, যা যথাক্রমে মোহাম্মদ প্রথম ও মোহাম্মদ দ্বিতীয় দ্বারা চিহ্নিত। "লাইন পর লাইন" অনুযায়ী, প্রতিটি রেখায় তারা দুইটি পৃথক সময়কাল শনাক্ত করে, যা সৃষ্টি হয় প্রতিটি রেখার একটি সময়ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী থাকার ফলে। প্রথম দুর্ভোগের ইতিহাসে ইসলাম রোমকে "আঘাত" করার জন্য নির্ধারিত ছিল, এবং দ্বিতীয় দুর্ভোগে রোমকে "হত্যা" করার জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রথম দুর্ভোগ ছিল বর্শা, তলোয়ার ও তীরের যুদ্ধ, এবং দ্বিতীয় দুর্ভোগে অস্ত্রশস্ত্র হিসেবে বারুদের প্রবর্তন ঘটে।

পদ ১০। তাদের লেজ ছিল বিচ্ছুর মতো, এবং তাদের লেজে হুল ছিল; এবং তাদের ক্ষমতা ছিল পাঁচ মাস ধরে মানুষকে আঘাত করা। ১১। আর তাদের উপর একজন রাজা ছিল, তিনি হলেন অতল গহ্বরের স্বর্গদূত; হিব্রু ভাষায় তাঁর নাম আবাদ্দন, আর গ্রিক ভাষায় তাঁর নাম অপোল্লিয়ন।

এ পর্যন্ত কিথ আমাদেরকে প্রথম পাঁচটি তূরীর ধ্বনির চিত্রণ প্রদান করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এখানে প্রবর্তিত ভাববাণীর নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগে অগ্রসর হতে হবে; অর্থাৎ, ভাববাণীমূলক সময়কালসমূহ।

তাদের ক্ষমতা ছিল পাঁচ মাস মানুষের ক্ষতি করা।—১. প্রশ্ন ওঠে, তারা পাঁচ মাস কাদের ক্ষতি করবে?—নিঃসন্দেহে যাদের পরে তারা হত্যা করবে (দেখুন পদ ১৫); ’মানুষদের তৃতীয়াংশ’, অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের তৃতীয়াংশ—তার গ্রিক বিভাগ।

২. তারা তাদের যন্ত্রণাদানের কাজ কখন শুরু করার কথা ছিল? ১১তম পদটি প্রশ্নটির উত্তর দেয়।

(১) 'তাদের উপর একজন রাজা ছিল।' মুহাম্মদের মৃত্যুর পর থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত, মুসলমানরা বিভিন্ন নেতার অধীনে নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল; তাদের সকলের ওপর বিস্তৃত কোনো সাধারণ নাগরিক সরকার ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, উসমান এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরে অটোমান সরকার বা সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়; যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে প্রধান প্রধান মুসলমান গোত্রের ওপর বিস্তৃত হয় এবং তাদেরকে এক মহা রাজতন্ত্রে একীভূত করে।

(২) রাজার চরিত্র। 'যে অতল গহ্বরের স্বর্গদূত।' স্বর্গদূত বলতে একজন বার্তাবাহক, একজন প্রতিনিধি—সে ভালোও হতে পারে, মন্দও—এবং সব সময়ই কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা বোঝায় না। 'অতল গহ্বরের স্বর্গদূত', অর্থাৎ সেটি খোলার পর সেখান থেকে যে ধর্মটি উদ্ভূত হলো, তার প্রধান প্রতিনিধি। সে ধর্মটি হলো মুহাম্মদীয় ধর্ম, এবং সুলতানই তার প্রধান প্রতিনিধি। 'সুলতান—অথবা গ্র্যান্ড সেইনিয়র, যেমন নামে তাকে সমানভাবে ডাকা হয়—তিনিই সর্বোচ্চ খলিফা, বা মহাযাজকও, যিনি নিজের ব্যক্তি-সত্তায় সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে সর্বোচ্চ জাগতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে একত্র করেছেন।'—World As It Is, p.361.

(3) তার নাম। হিব্রু ভাষায়, 'Abaddon', বিনাশকারী; গ্রিক ভাষায়, 'Apollyon', নিধনকারী বা ধ্বংসকারী। দুটি ভাষায় দুটি ভিন্ন নাম থাকার ফলে স্পষ্ট যে শক্তির নামের চেয়ে তার চরিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। যদি তাই হয়, উভয় ভাষায় যেমন বলা হয়েছে, সে একজন ধ্বংসকারী। অটোমান সরকারের চরিত্র সর্বদাই এমন ছিল।

কিন্তু ওসমান গ্রিক সাম্রাজ্যের ওপর তাঁর প্রথম আক্রমণ কবে করেছিলেন?-গিবন, ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল, ইত্যাদি, অনুযায়ী, '১২৯৯ সালের ২৭শে জুলাই ওসমান প্রথম নিকোমিডিয়ার ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন।'

কিছু লেখকের গণনা এমন ধারণার ওপর নির্ভর করছে যে সময়কালটি অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শুরু হওয়া উচিত; কিন্তু এটি স্পষ্টতই একটি ভুল; কারণ তাদের কেবল তাদের ওপর একজন রাজা থাকারই কথা ছিল না, বরং পাঁচ মাস ধরে মানুষকে যন্ত্রণাও দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যন্ত্রণার সময়কাল নির্যাতনকারীদের প্রথম আক্রমণের আগে শুরু হতে পারে না; যা, যেমন উপরে বলা হয়েছে, 1299 সালের 27 জুলাই ছিল।

নিম্নোক্ত গণনাটি, এই সূচনাবিন্দুর উপর ভিত্তি করে, ১৮৩৮ সালে J. Litch কর্তৃক রচিত 'Christ's Second Coming, etc.' শীর্ষক গ্রন্থে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

> "'আর তাদের ক্ষমতা ছিল পাঁচ মাস ধরে মানুষকে ক্ষতি করার।' এ পর্যন্তই তাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল—নিরবচ্ছিন্ন লুঠপাটের মাধ্যমে যন্ত্রণা দিতে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তাদের ধ্বংস করতে নয়। 'পাঁচ মাস,' প্রতি মাস ত্রিশ দিন ধরে, দাঁড়ায় একশ পঞ্চাশ দিন; এবং যেহেতু এই দিনগুলো প্রতীকী, তাই এগুলো একশ পঞ্চাশ বছরকে নির্দেশ করে। ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই থেকে শুরু করে, এই একশ পঞ্চাশ বছর ১৪৪৯ পর্যন্ত পৌঁছায়। সেই সমগ্র সময় জুড়ে তুর্কিরা গ্রিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রায় অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তবু সেটিকে জয় করতে পারেনি। তারা গ্রিকদের বেশ কয়েকটি প্রদেশ দখল করে ধরে রেখেছিল, কিন্তু তবুও কনস্টান্টিনোপলে গ্রিক স্বাধীনতা বজায় ছিল। কিন্তু ১৪৪৯ সালে, ওই একশ পঞ্চাশ বছরের অবসানে, এক পরিবর্তন আসে, যার ইতিহাস পরবর্তী তূরীর অধীনে পাওয়া যাবে। উরাইয়া স্মিথ, দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য, ৫০৫-৫০৭।

উরিয়াহ স্মিথ একশ পঞ্চাশ বছরের বিষয়ে জোসাইয়া লিচের গণনাটি উদ্ধৃত করছেন, যা সমাপ্ত হলে পরবর্তী তূর্যের তিনশ একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনাবিন্দু নির্দেশ করে। এই দুই সংযুক্ত সময়ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে লিচের পূর্বাভাসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে সিস্টার হোয়াইট লিপিবদ্ধ করেছেন:

> “১৮৪০ সালে ভবিষ্যদ্বাণীর আর-একটি লক্ষণীয় পরিপূর্ণতা ব্যাপক আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। তার দুই বছর পূর্বে, দ্বিতীয় আগমনের প্রচারকারী প্রধান সেবকদের একজন, যোশিয়া লিচ, প্রকাশিতবাক্য ৯ অধ্যায়ের একটি ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর গণনা অনুসারে, এই শক্তির পতন ঘটবে... ১৮৪০ সালের ১১ই আগস্ট, যখন কনস্টান্টিনোপলে ওসমানীয় শক্তির ভঙ্গ হওয়া প্রত্যাশিত হতে পারে। এবং আমি বিশ্বাস করি, বাস্তবেও বিষয়টি তেমনই প্রমাণিত হবে।”

> “নির্দিষ্ট সেই সময়েই তুরস্ক, তার রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে, ইউরোপের মিত্রশক্তিগুলোর সুরক্ষা গ্রহণ করেছিল, এবং এভাবে নিজেকে খ্রিষ্টীয় জাতিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল। ঘটনাটি ভবিষ্যদ্বাণীকে যথাযথভাবে পরিপূর্ণ করেছিল। বিষয়টি জানা গেলে, অগণিত মানুষ মিলার ও তাঁর সহকর্মীদের গৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতিসমূহের যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিল, এবং আগমন আন্দোলন এক আশ্চর্য প্রেরণা লাভ করেছিল। বিদ্বান ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা মিলারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর মতামত প্রচার করতেও এবং প্রকাশ করতেও; আর 1840 থেকে 1844 সাল পর্যন্ত কাজটি দ্রুত বিস্তৃত হয়েছিল।” The Great Controversy, 334, 335.

প্রথম ও দ্বিতীয় 'হায়' দুটি পরস্পর-সংযুক্ত সময়-ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা সংযুক্ত। প্রথম 'হায়' মোহরকরণের একটি চিত্র দিয়ে শুরু হয়, এবং দ্বিতীয় 'হায়' ১৮৪০ সালের আগস্ট ১১ থেকে ১৮৪৪ সালের অক্টোবর ২২-এ সপ্তম তূরীর ধ্বনি পর্যন্তের ইতিহাসে সমাপ্ত হয়, যেটিও মোহরকরণের একটি চিত্র। শুরু ও শেষে আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে, কারণ, যেমন সেই ইতিহাসে যেখানে খ্রিস্ট এক সপ্তাহের জন্য চুক্তিকে নিশ্চিত করেছিলেন, তেমনি এই সময়কালটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্বটি প্রথম মুহাম্মদ দিয়ে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় মুহাম্মদ দিয়ে শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বটি "ঈশ্বরের সামনে থাকা সোনার বেদীর চারটি শৃঙ্গ থেকে" আসা "একটি কণ্ঠস্বর" দিয়ে শুরু হয়, এবং তা খ্রিস্টের "কণ্ঠস্বর" দিয়ে শেষ হয়, যিনি

"যিনি যুগযুগান্তর ধরে জীবিত, যিনি স্বর্গ এবং সেখানে যা কিছু আছে, এবং পৃথিবী এবং সেখানে যা কিছু আছে, এবং সমুদ্র এবং সেখানে যা কিছু আছে, সব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দ্বারা" শপথ করে বলেন, "যে আর সময় থাকবে না"।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> "ঈশ্বরের জনগণের অতীত যাত্রাপথের মহিমান্বিত ইতিহাস সম্পর্কে সন্দেহে সৃষ্টি করতে মনে শয়তান যে কোনো প্রশ্ন উসকে দিতে পারল, তা তার শয়তানি মিহামান্যকে সন্তুষ্ট করবে এবং ঈশ্বরের প্রতি অপরাধ হবে। প্রভু শক্তি ও মহান মহিমাসহ শীঘ্রই আমাদের পৃথিবীতে আসবেন—এই বার্তাটি সত্য, এবং ১৮৪০ সালে এর ঘোষণায় বহু কণ্ঠস্বর উঠেছিল।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ৯, ১৩৪।